সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৩
WEEKLY BOOKLET:313

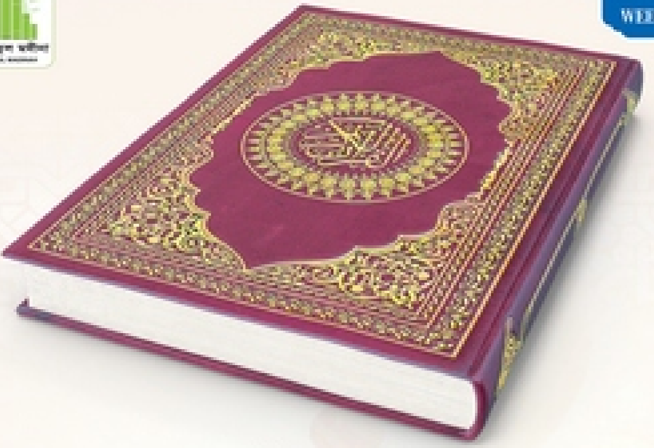

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

কুরআন তিলাওয়াত

সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

- আসরের নামাযের পরে কি কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে?
- প্রতিদিন কতটুকু কুরআনে পাক পাঠ করা উচিত?
- কবরস্থানে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা কেমন?
- কুরআন ভুল পড়ার কয়েকটি উদাহরণ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত রিসালা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শাহযাদায়ে আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি ১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** পড়ে বা শুনে নেবে তাকে কুরআন তিলাওয়াত করা ও তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে হতে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে আমার উপর বেশি থেকে বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমীযি, ২/২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: কুরআনে পাককে না বুঝে অর্থাৎ অনুবাদ ছাড়া পড়ার ফলে কোনো সাওয়াব কি পাওয়া যাবে কেননা আমরা জানিই না যে আমরা কী পড়ছি?

উত্তর: কুরআনে পাক বোঝা ছাড়া অর্থাৎ অনুবাদ ব্যতিত পাঠ করার কারণে নিঃসন্দেহে সাওয়াব পাবে। তাই একে ভুল বলে মাঝে অপপ্রচার চালিয়ে মুসলমানদের কুরআন তিলাওয়াত থেকে দূরে সরাবেন না যে যখন বুঝতেই পারেন না তবে পাঠ করে কী লাভ? আর নামাযেও সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা সমূহ পাঠ করা হয় সেগুলোরও তো অর্থ জানা নেই। সানা পড়া হয়, তারও তো অর্থ জানা থাকে না। بِسۡمِ اللهِ এর অনুবাদ জিজ্ঞেস করলে মানুষ পালাতে শুরু করবে। তাই বলে কি নামায ও بِسۡمِ اللهِ পড়া সবই বন্ধ করে দেবো? নিঃসন্দেহে এমন করবো না। তাই যদি কুরআনের অর্থ বেঝাও না যায়, তখনও পড়া উচিৎ। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪০৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কুরআনে পাক এত দ্রুত গতিতে পাঠ করা যার ফলে হরফ হারিয়ে যায়, এর হুকুম কী?

উত্তর: কুরআনে পাককে অবিকল এভাবে পাঠ করা উচিৎ যেভাবে مُنَزَّلٌ مِّنَ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাড়াহুড়া আর দৌড়াদৌড়ির মত কুরআনে পাক পাঠ করা হয় আর তাতে يَعۡلَمُوۡنَ تَعۡلَمُوۡنَ ছাড়া কিছু বোঝা যায় না এজন্য তাকে مُنَزَّلٌ مِّنَ اللهِ এর মত পাঠ বলা যাবে না। বরং এটাকে কুরআন তিলাওয়াতও বলা যাবে না কেননা এতে অর্থ একেবারেই পরিবর্তন হয়ে যায় তাছাড়া এমন পাঠকারীকে কুরআনে পাক লানত করে। সম্ভবত অনেকেরই আমার কথাগুলো মন্দ লাগে আর লাগাই উচিৎ যেনো তাদের তাওবা নসিব হয়। দ্রুতগতিতে কুরআন পাঠকারী কেন সাধারণ মানুষকে বোকা বানান যে

www.dawateislami.net

আমরা কুরআনে পাক শোনাচ্ছি? যা আপনারা পাঠ করছেন বেচারা সাদাসিদা মুসলমান সেটাকে কুরআন আর আপনাকে নেককার মনে করছে অথচ অনেক সময় দ্রুতগতিতে পাঠ করার কারণে গুনাহ হয় । যদি তাজবীদের কায়িদার সাথে সঠিকভাবে কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে তারাবিতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু আমাদের এখানে পরস্পরের মাঝে প্রতিযোগিতা হয়। কেউ বলে আমাদের এখানে তো ৩৫ মিনিটে তারাবি শেষ হয়ে যায় আর কেউ বলে আমাদের কারী সাহেব মেইল ট্রেনের মত দ্রুত চলে আর ২৫ মিনিটে তারাবিহ শেষ করে দেয়। মনে রাখবেন! রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে, রোযা আরজ করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি খাবার ও কামপ্রবৃত্তি থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করুন। কুরআন বলবে আমি রাতে তাকে শয়ন করা থেকে বিরত রেখেছি আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করুন। ব্যস উভয়ের সুপারিশ কবুল হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৩৭) যদি রোযা ও কুরআনের সুপারিশ চায় তাহলে তাকে সম্মান করতে হবে আর কুনআনকে সঠিকভাবে পাঠ করতে হবে।

সাধারণ আলাপ-আলোচনাতেও দ্রুততার কারণে হরফ হারিয়ে যায় যেমন সাধারণত লোকেরা سُبْحَانَ الله কে سُبَانَ الله বলে ح কে চিবিয়ে ফেলে। এভাবে সাধারণ লোকেরা সঠিকভাবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এবং কালিমা পড়তে জানে না আর مَاشَآءَ الله, اِنْ شَآءَ الله, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলতে জানে না। সাধারণ লোকেরা اِنْ شَآءَ الله এবং اِنْ شَا الله এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه কে اَلْمدُلِلّٰه বলে উদাহরণ স্বরূপ: اِنْ شَاالله আমি আসছি অথবা اَلْمدُلِلّٰه শরীর ভালো। অথচ আমি

মাদানী মুযাকারা ইত্যাদিতে এই শব্দগুলো বলা কতবার শিখিয়েছি কিন্তু তারপরও সঠিকভাবে বলে না, কারণ, ভুল বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। এভাবে অনেক লোক قرآن কে قُرَان বলে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মসজিদে কয়েকজন লোক এক সাথে উচ্চস্বরে কুরআনে পাক পাঠ করা কেমন?

উত্তর: মসজিদে কয়েকজন লোক এক সাথে উচ্চস্বরে কুরআনে পাক পাঠ করে এই নিয়ম ভুল ও নাজায়িয। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫২ পৃষ্ঠা, খন্ডঃ ৩) আর যদি একজন ব্যক্তি এজন্য উচ্চস্বরে কুরআনে পাক পাঠ করছে যে কারণ দু'চারজন ব্যক্তি দূরে বসে শুনছে আর তার আওয়াজে নামাযরত ব্যক্তি বা অন্যান্য কুরআন পাঠকারীর কষ্ট হচ্ছে না অর্থাৎ তাদের নিকট এমন আওয়াজ যাচ্ছেনা যা বোঝা যায় তাহলে এই নিয়মটি সঠিক। কতিপয় লোক মসজিদের প্রথম কাতারে বসে উচ্চস্বরে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে বিশেষ করে রমযান মাসে এমন হয়, তাই এমন করা নাজায়িয। একইভাবে আমাদের সমাজে চার দিন ও চল্লিশাতে বা অনুরুপ রমযানে খতমে কুরআন পড়ানো হয় যা ভালো কাজ কিন্তু এতে সবাই মিলে উচ্চস্বরে পাঠ করে- এটা সঠিক নয়, তাদের উচিৎ হচ্ছে এতটুকু আওয়াজে পাঠ করা যেনো নিজেই শুনতে পায়, অন্যদের নিকট আওয়াজ যেনো না যায়। তবে যদি কেউ পাঠ করে আর সবাই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে তা সঠিক। কিছু কিছু লোক অন্যদেরকে বলে যে আমি ইতিকাফে তিন বার কুরআন খতম করেছি আমি পাঁচ বার কুরআন খতম করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তাদের মধ্যে অধিকাংশই সঠিকভাবে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস বরং اَعُوْذُ بِاللّٰه ও بِسۡمِ اللّٰه পড়তে পারেনা কিন্তু

www.dawateislami.net

সেই পাঁচবার কুরআনে পাক খতম করেছে বলে হৈ চৈ করছে। এমন লোকদের উচিৎ তারা যেনো সম্পূর্ণ রমযান মাসে একবার সম্পূর্ণ কুরআন খতম করে অথবা অর্ধেক বা দশ পারা পড়া তবে যেনো সঠিক মাখারাজের সাথে পড়ে। যদি কুরআনে পাক সঠিক মাখরাজ সহকারে পাঠ করতে না জানে তাদের শিখে নেয়া আবশ্যক। বর্তমান কালে মানুষ সব কিছু জানে কিন্তু কুরআনে পাক পড়তে জানে না। আল্লাহর শপথ! এটা অনেক বড় বঞ্চনা ও দূর্ভাগ্যের বিষয়! উর্দু জানে, ইংরেজী অনেক ভালো জানে এমনকি অনেক লোক এটা গর্ব করে যে আমার উর্দু থেকে ইংরেজী ভালো। কিন্তু এমন লোকেরা কুরআনে পাক দেখেও পড়তে পারে না এবং তাদের শিক্ষিতও বলা হয় অথচ এমন লোকদের কিভাবে শিক্ষিত বলা যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে মাদরাসাতুল মাদিনা (প্রাপ্তবয়স্ক) নামে হাজারো মাদরাসাতুল মাদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাধারণত ইশার নামাযের পর এলাকার মসজিদে এর ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে দোয়া, পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদির নিয়ামাবলী শিক্ষা দেয়া হয় তাই আপনারাও তাতে ভর্তি হয়ে যান। মাদরাসাতুল মদীনাতে পড়তে কোনো টাকা-পয়সা লাগেনা। ইংরেজী কিংবা অন্য কোনো ভাষা শিখতে হলে কোচিং সেন্টারে যেতে হয়, আসা যাওয়া করতে হয়, টাকা দিতে হয় তার জন্য মানুষ আরো কি কি করে কিন্তু বিনামূল্যে কুরআনে পাক শেখাবো তারপরও মানুষ শেখার জন্য আসে না। বরং বলে যে আমার মনে থাকে না আর যদিও পড়ে এমনভাবে কায়িদা পড়ে আর সেটাকে সেখানে রেখে দেয় আর অন্য দিন এসে খোলে- তো কিভাবে মনে থাকবে? দুনিয়াবী অনেক

বিদ্যা মনে রাখতে পারি কিন্তু কুরআনে পাককে মাখরাজ সহকারে পড়তে অক্ষম। যখন দুনিয়াবী বিদ্যা শেখার জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হয় তো কুরআনে পাক মাখরাজ সহকারে পড়ার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। কতিপয় লোক অপরাগতা প্রকাশ করে যে আমাদের কাছে সময় নেই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সময় রয়েছে কিন্তু পড়ার আগ্রহ নেই, আল্লাহ পাক আগ্রহ দান করুন। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আসরের নামাযের পরে কি কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আসরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। তবে সূর্যোস্তের ২০ মিনিট পূর্বে, সূর্য উদিত হওয়ার ২০ মিনিট পরে এবং দ্বিপ্রহর আরম্ভ হওয়ার থেকে যোহরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত এই তিন সময় মাকরুহ ওয়াক্ত। যদিও এই তিন সময়ে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা নাজায়িয নয় কিন্তু উত্তম হলো - তাতে অন্যান্য যিকির আযকার বা দরূদ শরীফ পাঠ করা। কিন্তু কেউ যদি এই তিন সময় কুরআন তিলাওয়াত করে তবে গুনাহগার হবে না।

(দুররে মুখতার, ২/৪৪ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: রমযানুল মুবারকে কতবার কুরআনে পাক খতম করা উচিৎ?

উত্তর: তারাবিতে একবার কুরআনে পাক খতম করা সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৫৮ পৃষ্ঠা) তাছাড়া যতটুকু সম্ভব ততটুকু পাঠ করুন কারণ তা সাওয়াবের কাজ ও উত্তম। আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এক খতম দিনে, এক খতম রাতে আরেক খতম পুরো মাসে তারাবিতে খতম করতেন। এভাবে তিনি রমযানে ৬১টি বার কুরআনের খতম করতেন। (খয়রাতুল হাসান, ৫০ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৭৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আমাদের এখানে ইশার নামাযের পর সূরা মুলকের তিলাওয়াত করা হয় তখন কারী সাহেব তিলাওয়াত শেষ করে সাথে সাথে اَللّٰہُ رَبُّ الۡعَالَمِیۡن বলে, তারপর صَدَقَ اللّٰہُ مَوۡلَانَا الۡعَظِیۡم পড়ে এমন করা কেমন?

উত্তর: ফতোওয়ায়ে হাদসিয়াতে রয়েছে সূরা মূলক শেষ করার পর "اَللّٰہُ رَبُّ الۡعَالَمِیۡن" বলা মুস্তাহাব। (ফতোওয়ায়ে হাদিসিয়া, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) صَدَقَ اللّٰہُ مَوۡلَانَا الۡعَظِیۡم বলাতেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এর অর্থ হলো "আল্লাহ পাক সত্য বলেছেন" নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সত্য বলেছেন আমরা এটাকে সত্য বলে স্বীকার করি। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কতিপয় কুরআনের হাফিযগণ ১৫, ১৫ পারা তিলাওয়াত করে নেয়, কিন্তু হাফিয হওয়ার পর তাদের আধা পারা তিলাওয়াত করার সুযোগও নসীব হয় না। এমন হাফিযের ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর: আসলেই অনেক হাফিযে কুরআন হিফয করার পর আর কুরআনে পাক খুলে দেখে না এবং ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পগুজব করে কাটিয়ে করে দেয়, তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় তারা বলতেই পারে না যে চোখের পলকে সময় কোথা হতে কোথায় চলে যায়। ইসলামী বোনদের অবস্থা এর চেয়েও মারাত্মক। মনে রাখবেন! হাফিয হওয়া সহজ কিন্তু হিফয ধরে রাখা অনেক কঠিন। আর এ কথাও মনের মধ্যে ভালভাবে গেঁথে নিন সাধারণত কুরআনে পাকের এক দু' বছর, বা তিন বছরে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তা সারা বছর স্মরণে রাখতে ও পড়তে হয়। তাই হাফিযে কুরআনদের উচিৎ তারা যেনো যথাসম্ভব দৈনিক কুরআনের এক মনযিল তিলাওয়াত করে এভাবে সহজে এক মাসে তাদের চার খতম হয়ে যাবে। আর যদি এক মনযিল পড়তে না পারে তবে কমপক্ষে

www.dawateislami.net

প্রতিদিন এক পারা তিলাওয়াত করে নেয়া উচিৎ। গাইরে হাফিয (অর্থাৎ যারা হাফিয নয়) এদের তুলনায় হাফিযদের পড়তে ততটুকু দেরি হয় না।

মনে রাখবেন! সেই এক পারাও তাজবীদ ও কায়েদা-কুললিয়াত সহকারে পাঠ করা আবশ্যক যেমন মাদ্দাহ ইত্যাদি, হাদরের নিয়মে পাঠ করলে তাদের ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগবে, তবে হাদরের ধরণও এমন হওয়া চাই যাকে কারীদের মতে হাদর বলা হয়। কেননা অনেক হাফিয এত দ্রুত পাঠ করে শ্রবণকারীরা কেবল يَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُوْنَ ব্যতিত আর কিছু বুঝতে পাওে না।এবং তারা শব্দ ও হরফ এমনভাবে চিবিয়ে ফেলে তাতে মাদ্দাহ ইত্যাদি একেবারে মনে রাখে না। যারা হাফিয না তারাও যেনো প্রতিদিন এক পারা করে পাঠ করে আর শাজারা শরীফেও প্রতিদিন এক পারা পাঠ করার উৎসাহ দেওয়া রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাক যাকে তাওফিক দেয় সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে সফল হয়। অন্যথায় সঠিক এটা যে অনেক লোকের কুরআন তিলাওয়াতে মন বসে না।

প্রশ্ন: যদি কেউ কুরআনে করিমের তিলাওয়াতে ভুল করে তখন তাকে প্রকাশ্যে সংশোধন করা যাবে?

উত্তর: যদি এমন মারাত্মক ভুল যার ফলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তখন তাকে প্রকাশ্যে সংশোধন করা উচিৎ তবে ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে। (গুনিয়াতুল মুতাম্মিলী, ৪৯৮) যদি তাজবীদের ভুল যেমন "গুন্নাহ বা ইখফা" সংক্রান্ত ভুল করে, তবে তাকে প্রকাশ্যে বলবেন না, বরং আলাদা করে, হিকমত ও নম্রতার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: হাটতে চলতে, সেন্ডেল পরিধান করে কিংবা অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করা কেমন?

উত্তর: অযু বিহীন কুরআনে পাক পাঠ করা জায়িয কিন্তু কুরআনে পাক অযু বিহীন স্পর্শ করা নাজায়িয। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মখতার, ১/৩৪৮ পৃষ্ঠা) আর জুতা পরিধান করে কুরআনে পাক পাঠ করাতে কোনো সমস্যা নেই। (মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৩/৫১১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: প্রতিদিন কতটুকু কুরআনে পাক পাঠ করা উচিৎ?

উত্তর: যদি সম্পূর্ণ কুরআনে পাক পাঠ করে নেয় তাও না জায়িয নয়। প্রতিদিন কত পারা পাঠ করা উচিৎ এ ব্যাপারে শাজারায়ে কাদেরীয়াতে প্রতিদিন এক পারা তিলাওয়াতের কথা লেখা আছে যাতে একমাসে একবার কুরআন খতম হয়। আমাদের অনেক ছাত্র এমনও রয়েছে যারা প্রতিদিন কুরআনের এক মনযিল শেষ করে। কুরআনে পাকে সাত মনযিল রয়েছে তাহলে সে যদি সাত দিনে কুরআনে পাক খতম করে নেয়। তাই যতটুকু পড়তে পারেন পড়ুন আর চেষ্টা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত মন বসতে থাকে পাঠ করতে থাকুন। প্রতিদিন এক মনযিল পাঠ করে নিলে তো মদিনা মদিনা। (মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৩/৫১৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ব্যস ইয়ারফোনের মাধ্যমে রেকর্ডকৃত কুরআনের তিলাওয়াত শুনছি, এমতাবস্থায় সিজদার আয়াত এসে গেলো। এই সিজদার জন্য মাথা ঝুকিয়ে নিলে আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: রেকর্ডকৃত তিলাওয়াতে সিজদা শোনার কারণে সিজদা ওয়াজিব হয় না এবং মাথা ঝোকানোর কোনো (Formality) করার কোনো প্রয়োজন নেই। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৮২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মাদানী চ্যানেলে যদি সরাসরি (Live) সিজদার আয়াত শুনছি তাহলে কি তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হবে?

উত্তর: মাদানী চ্যানেল বা অন্য কোনো চ্যানেলে যদি সরাসরি (Live) সিজদার আয়াত শুনে তাহলে তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪৪৬ পৃষ্ঠা, ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২/১১৩ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কারো কয়েকটি তিলাওয়াতে সিজদা রয়ে যায় সেগুলো আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর: যতগুলো সিজদা রয়ে গেছে সেগুলো আদায় করবে, "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলে সিজদা করবে, সিজদার মধ্যে তিনবার "سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی" পাঠ করবে, এবং দ্বিতীয়বার "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলে ঐভাবে করবে, এভাবে যতগুলো সিজদা বাকি ছিলো সবগুলো পূর্ণ করবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৩৫ পৃষ্ঠা) তিলাওয়াতে সিজদার জন্য অযু সহকারে, কিবলা মুখি হওয়া এবং জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরী।

(দূররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার, ২/৬৯৯ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৫২২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কুরআন তিলাওয়াত হয় এমতাবস্থায় দরূদ শরীফ পড়তে পারবে?

উত্তর: যে সমস্ত লোকেরা কুরআন শোনার জন্য উপস্থিত হয় তাদের উপর ফরযে আইন তারা যেনো কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে। (ফতোওয়া রযবীয়া, ২৩/৩৫২ পৃষ্ঠা) আর যদি কোথাও হতে তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছে আর এরা পূর্বে থেকে কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে তখন তাদের উপর তিলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব নয়।

(গুনিয়াতুল মুতাম্মিলী, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কুরআনে পাক তিলাওয়াতের সময় আযান আরম্ভ হয়ে গেলে তিলাওয়াত কি বন্ধ করা উচিৎ?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের উত্তর দেওয়া উচিৎ। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫৭ পৃষ্ঠা) এজন্য যে আয়াতের তিলাওয়াত করা হয় তা পূর্ণ করে নেবে বা কমপক্ষে এতটুকু অংশ পড়ে নেবে যার ফলে অর্থ পূর্ণ হয়ে যায়। আযান ছাড়াও যখন তিলাওয়াত বন্ধ করতে হয় তখন আয়াত পূর্ণ করার পর বন্ধ করা উচিৎ। অনুরুপ নাত শরীফ পাঠ করার সময়ও সেই শে'রও পূর্ণ করে নাত বন্ধ করা উচিৎ। মাদানী চ্যানেল Off করার সময় তাতে তিলাওয়াত বা নাত আসে, তাতেও খেয়াল রাখা উচিৎ- যে আয়াত বা শে'র পূর্ণ হয়ে গেলে তখন মাদানী চ্যানেল Off করা উচিৎ। আমার অনেক পুরানো অভ্যাস যখন কোনো বয়ান কিংবা মাদানী চ্যানেলে মুযাকারার জন্য যায় তখন তিলাওয়াত বা কোনো মাসআলা অথবা কোনো ঘটনা বয়ান হচ্ছে আর যদি আমার মনোযোগ না থাকে তখন মাঝখানে এসে যায় অন্যথায় পিছনে থেমে যায়, যেনো তিলাওয়াত শেষ হয়ে যায় আর মাসআলা বা ঘটনা পূর্ণ হয়ে যায়, না হয় লোকেরা দাড়িয়ে যাবে এবং নারা লাগানো আরম্ভ করে দেবে যার ফলে তিলাওয়াত ইত্যাদি মাঝখানে থেমে যাবে আর পড়া ও শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কবরস্থানে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তর: ভালো কাজ, যতক্ষণ না অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: Job চাকরীর সময় কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তর: যদি এটি একটি বেসরকারি চাকরি হয়. মালিকের অনুমতি থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। (হালাল উপর্জনের ৫০টি মাদানী ফুল, ১৯ পৃষ্ঠা) আর যদি এমন চাকরি যেখানে তিলাওয়াত করাতে আপনার কাজে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তখনও জায়িয। যেমন বাংলোতে চৌকিদাররা ডিউটি করে, তারা যদি বসে বসে তিলাওয়াত করে বা তাসবিহ নিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন সুযোগ হবে তেমন অনুমতি ।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪১২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: সূরা ইয়াসিন পড়াতে ১০টি কুরআনে পাকের খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায় তাই আমরা কি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করবো নাকি কেবল সূরা ইয়াসিন পাঠ করে নেবো?

উত্তর: সূরা ইয়াসিনের তিলাওয়াত করাতে ১০টি কুরআনে পাক খতম করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। (তিরমীযি, ৪/৪০৬, হাদীস: ২৮৯৬) অনুরূপভাবে তিনবার সূরা ইখলাস পড়াতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে কিন্তু তারপরও তিলাওয়াত করা চায়। (মুসলিম, ৩১৫, হাদীস: ১৮৮৬) আর পিতা-মাতাকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকালে একটি মাকবুল হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যায়। (শুআবুল ঈমান, ৬/১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৮৫৬) এখন যদি দিনে ১০০বার দেখে তবে ১০০বার হজ্বের সাওয়াব পাবে কিন্তু এর পাশাপাশি কাবার তাওয়াফও করতে হবে, সাফা মারওয়ার সা'ঈও করতে হবে, এবং আরফাতের ময়দানে অবস্থানও করতে হবে অর্থাৎ ঐসব পবিত্র স্থানসমূহে উপস্থিত হয়েও হজ্ব করতে হবে এবং ঘরে পিতা-মাতার যিয়ারত করে ঘরেও হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে।[১] (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৩৬২ পৃষ্ঠা)

১.এভাবে হাদীসে মুবারকার মধ্যে ইবাদতের সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে মূল ইবাদতের নয় যেমনকি হাদীসে পাকে রয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে যার মাঝে☞

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: টুপি ছাড়া কুরআন পাঠ করা কেমন?

উত্তর: জায়িয, কিন্তু আদব হলো যেনো খালি মাথা না থাকে। মুস্তাহাব হলো কুরআন তিলাওয়াতের জন্য পাগড়ী পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, কিবলার দিকে মুখ করে দু'জানু হয়ে বসা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫০ পৃষ্ঠা, খন্ড: ৩) যতটুকু আদব সহকারে বসে তিলাওয়াত করবে ততো বেশি বরকত লাভ করবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১১৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: তাজবীদের গুরুত্ব ও কুরআনে পাককে ভুল মাখরাজে পড়ার কারণে যে ত্রুটি হয় সে ত্রুটিগুলোর মধ্যে হতে কয়েকটি উদাহরণ বর্ণনা করুন।

উত্তর: এতটুকু তাজবীদ সবার জানা উচিৎ যাতে مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ হয় অর্থাৎ যা দ্বারা নামায জায়িয ও সঠিক হয়, এটা জরুরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/৩৪৩ পৃষ্ঠা) **মনে রাখবেন!** নামাযে যতটুকু কুরআনে পাক পাঠ করা ফরয ও ওয়াজিব

☜ কোনো মন্দ কথা বলে না তো সে ১২ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লাভ করবে। (তিরমীযি, ১/৪৩৯, হাদীস: ৪৩৫) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মনে রাখবেন এভাবে হাদীসে পাকে যেসব ফযীলতের সাওয়াব বর্ণিত আছে তা দ্বারা ইবাদতের সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কিন্তু মূল ইবাদতের নয়, তাই এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে একবার আওয়াবিনের নামায পড়ে ১২ বছর পর্যন্ত নামায পড়া থেকে উদাসীন হয়ে যাবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/২২৬ পৃষ্ঠা) এভাবে আরেকটি হাদীসে পাকে রয়েছে যে: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য সকাল-সন্ধ্যা একশত বার سُبْحَانَ الله পড়বে সেই ১০০ হজ্ব করার মত। (তিরমিযী, ৫/২৮৮, হাদীস: ৩৪৮২) এখন এ হাদীসের এটা অর্থ নয় যে সকাল-সন্ধ্যা একশ একশবার তাসবিহ পড়ে হজ্ব করা ছেড়ে দেবে তাই এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব বলেন: মনে রাখবেন হজ্বের সাওয়াব লাভ করা এক বিষয় আর হজ্ব আদায় করা অন্য বিষয়, এখানে কেবল সাওয়াবের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু আদায়ের বর্ণনা নেই, যেমন ডাক্তাররা বলেন যে "একটি গরম করা মুনাক্কা তে (অর্থাৎ এক প্রকার বড় কিসমিস), একটি বড় রুটির শক্তি আছে কিন্তু পেট ভরবে রুটি দিয়ে, কোনো ব্যক্তি দু'বেলা বা তিন বেলা মুনাক্কা আহার করে জীবন অতিবাহিত করবে না। আসলে এ তাসবিহ (অর্থাৎ سُبْحَانَ الله সকাল-সন্ধ্যা একশ একশবার পড়াতে ততটুকু সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু হজ্ব আদায় করলেই আদায় হবে। (মিরআতুল মানাজি, ৩/৩৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ততটুকু আয়ত্ব করাও জরুরী। (দুররে মুখতার রদ্দুল মুখতার, (২/৩১৫ পৃষ্ঠা) সাধারণত রমযান মাসে লোকের এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয় তারা সম্পূর্ণ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করে, অনেক সৌভাগ্যবান مَاشَآءَاللہ একাধিক বার কুরআনে পাক খতম করে। কিন্তু তাদের উচিৎ যে কোনো ক্বারীকে নিজের কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়ে দেয়া এবং তার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নেয়া যে আসলে তারা সঠিকভাবে পড়ে কি না? আল্লাহ না করুক যদি সঠিকভাবে পাঠ করতে না পারে তাহলে একবার সূরা ফাতিহা সঠিকভাবে পাঠ করা (এইভাবে) ১০০ বার কুরআন খতম করা থেকে উত্তম হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে বর্তমান "মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন" সেবা চালু রয়েছে যার মাধ্যমে কুরআনে পাক পড়ানো হয়, নামায শেখানো হয় আরো অনেক কোর্স এ বিভাগের অধীনে করানো হয়। এসমস্ত কোর্স ঘরে বসে করতে পারবেন। তাই "মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন" সেবার মাধ্যমে ঘরে বসে নিজে কুরআনে পাক ঠিক করে নিন। সুতরাং কুরআনে পাক ভুল পড়া সম্পর্কে আমি কিছু লেখা লিখেছিলাম তার মধ্যে হতে কিছু শব্দ উপস্থাপন করছি যেগুলো ভুল পড়ার কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

কুরআন ভুল পড়ার কয়েকটি উদাহরণ

(১) এক হরফকে অন্য হরফের সাথে পরিবর্তন করার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় উদাহরণ স্বরুপ অনেক "اَلْحَمْدُ لِلّٰہ" শব্দ হলো حمد এর حاء কে কন্ঠনালী থেকে বের করতে জানে না তাই "اَلْهَمْدُ" পড়ে। "اَلْهَمْدُ" এবং "اَلْحَمْدُ" এর মধ্যে কি পার্থক্য লক্ষ্য করুন: حمد অর্থ হলো সমস্ত

www.dawateislami.net

প্রশংসা আল্লাহর জন্য” যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰہ এর স্থানে “اَلْھَمْد” পড়ে তার অর্থ দাড়াবে তার বলার সাহস নেই কিন্তু “ھَمْد” এর অর্থ বলছি: ھَمْد অর্থ আগুন জ্বালানো, হালকা হওয়া। (২) (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) (পারা: ৩০, সূরা ইখলাস, আয়াত: ১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলুন! তিনি আল্লাহ এক। قُلْ দুই নুকতা ওয়ালা কাফ দিয়ে উচ্চারণ হয় আর অপরটি রেফওয়ালা কাফ দিয়ে হয়। অর্থাৎ “کُلْ”। “قُلْ” এর অর্থ হলো “বলে দিন” আর রেফওয়ালা কাফ দিয়ে হলো “کُلْ” এর অর্থ “খাও” একটু চিন্তা করুন! উভয়ের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। (৩) “قَالُوْا” এর অর্থ “তারা বললো আর যখন রেফওয়ালা কাফ দিয়ে হয় “کَالُوْا” পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে: তারা পরিমাপ করলো, (৪) আল্লাহ পাকের একটি সিফাত হলো “عَلِيْم” যদি এ শব্দকে “عين” দিয়ে পড়ে তখন অর্থ হবে “জ্ঞানী” কুরআনে পাকে রয়েছে: اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় তিনি অন্তরের খবর জানেন। আর যদি “আলিফ” দিয়ে “اَلِيْم” পাঠ করা হয় তখন অর্থ হবে “যন্ত্রণাদায়ক” একটু চিন্তা করে দেখুন কতটুকু পার্থক্য! কিন্তু আমাদের এখানে বেশিরভাগ মানুষ তিলাওয়াত করার সময় এই শব্দ কে হয়তো “আলিফ” দিয়ে পড়ে, বিশেষ করে মেমন ও গুজরাটি গোত্রের লোকেরা “اَلِيْم” এবং “আলিফ” এবং حاء” هاء ” কে পার্থক্য করতে পারে না তাই এমন লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কোনো ক্বারী সাহেবের কাছে না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সঠিকভাবে কুরআনে পাক পড়তে পারবে না। নিজের মাখরাজ সঠিক করার জন্য মাদরাসাতুল মাদীনাতে ভর্তি হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله মাখরাজ ঠিক

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে। (৫) "ৎ" "ৎ" দিয়ে পড়লে তখন অর্থ হবে "ঝান্ডা, (পতাকা), "আর "আলিফ" দিয়ে "ৎ" পড়লে অর্থ হবে "কষ্ট"। (৬) "ৎ" ৎ" দিয়ে পড়লে তখন অর্থ হবে "কাজ" যদি আলিফ দিয়ে হয় "ৎ" পড়া হয় তখন অর্থ হবে "আশা" । (৭) সূরা কাউসার: (وَانْحَرْ) (পারা: ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত: ২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর কুরবানী করো। যদি এটাকে "ৎ" দিয়ে "ৎ" পড়ে তখন অর্থ হবে "তিরস্কার বা ধমক দেয়া" একটু চিন্তা করুন! উভয়ের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য।

যাই হোক পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে শেখা আবশ্যক। তাই ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন সবার উচিৎ সঠিকভাবে কুরআনে পাক শেখা। বিশেষ করে বয়স্কদের কেননা এ বেচারাদের সঠিক মাখরাজের ক্ষেত্রে একটু বেশির সমস্যা হয়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৭৮ পৃষ্ঠা) যদি কেউ বয়স ১০০ বছর হয়ে যায়। তিনি সঠিকভাবে কুরআনে পাক পড়তে না জানে তখন তারও শেখা উচিৎ আর সে যদি শেখার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব পেতে থাকবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: তিলাওয়াতের সময় যদি সিজদার আয়াত এসে যায় তখন কি সেখানে থেমে সিজদা করা উচিৎ? কতিপয় লোকেরা তিলাওয়াত শেষ করার পর সিজদা করে, এমন করা কেমন?

উত্তর: যদি কোনো বাধা না থাকে তবে সে সময় সিজদা করা উত্তম। তবে পরে করলেও গুনাহ নয়। সিজদা যখন ওয়াজিব হয় তখন সেই ওয়াজিব আদায় করতেই হবে । (আমীরে আহলে সুন্নাতের পাশে বসে থাকা মুফতি সাহেব বলেন:) যদি বান্দা অযু সহকারে থাকে তখন সেই সময়

www.dawateislami.net

তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা উত্তম। আর অপ্রয়োজনে দেরী করা মাকরুহে তানযিহি। (দুররে মুখতার, ২/৭০৩ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ সূরা ইয়াসিন ওয়াযিফা স্বরুপ পাঠ করা যেমন আমার অমুক কাজ যেনো হয়ে যায়, এটা কি জায়িয?

উত্তরঃ সূরা ইয়াসিন শরীফ ওয়াযিফা স্বরুপ অথবা কোনো সমস্যার জন্য পাঠ করা জায়িয, সমস্যা নাজায়িয হলে তবে অন্য কথা, জায়িয উদ্দেশ্যের জন্য পড়লে কোনো সমস্যা নেই। আর অযিফা পাঠ করতে হলে তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকবে আর এমন কাজ কারো দিক নির্দেশনা অনুযায়ী করা হয়। এ সকাজ নিজ থেকে করাতে ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। প্রথমে সূরা ইয়াসিন কোনো ক্বারী সাহেবকে শুনিয়ে দিন সঠিক পড়ছেন কিনা? যদি সঠিক পাঠ করতে জানেন তাহলে কোনো অনুমতিদাতার সংস্পর্শে থেকে তার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়াযিফা পাঠ করুন। সাধারণত দিক নির্দেশনা কমেই পাওয়া যায়। আমার পরামর্শ হলো মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য আরও অযিফা রয়েছে তা পাঠ করুন এবং “সালাতুল হাজত” পড়ুন কেননা ওয়াযিফার আঘাত পেয়েছে এমন লোক আমি দেখেছি, অনেক সময় এমন আঘাত পায় যেটা ঠিক হওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। চিকিৎসার প্রভাব পড়ে না, মস্তিস্ক বিগড়ে যায় তারপর সে মারামারি গালাগালি করে, এমন ব্যক্তিদের সামলানোর জন্য ঘরে শিকল দিয়ে বাঁধা এওয় আরো না জানি কি কি করে এভাবে সমস্ত বংশ ধ্বংসে পতিত হয়। আপনি যদি শরীয়ত সম্মত পীরের মুরিদ হয়ে থাকেন, যার শরীয়ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ দাঁড়ি রয়েছে এবং সেই আলিমে দ্বীনও তার “শাজরাতে” প্রদত্ত ওয়াযিফা থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু ওয়াযিফা পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

আমার পরামর্শ হচ্ছে প্রত্যেক রোগের ঔষধ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা অনেক বড় ওয়াযিফা, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৩৩১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ঘরে কি রেকর্ডকৃত কুরআন তিলাওয়াত লাগিয়ে কাজকর্ম করা যাবে?

উত্তর: রেকর্ডকৃত কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করার ঐ আদব থাকে না যা সরাসরি (অর্থাৎ রেকর্ড ব্যতিত) শ্রবণ করার মধ্যে রয়েছে, আর রেকর্ডকৃত তিলাওয়াতেও যেহেতু কুরআন পাঠ করা হয় তাই যদি শ্রবণকারী কেউ না থাকে তাহলে সেটা বন্ধ করে দিন। অনুরুপভাবে রেকর্ডকৃত নাত শরীফও চালানোর ক্ষেত্রেও যদি শ্রবণকারী কেউ না থাকে তাহলে তা বন্ধ করে দিন। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/৯৩)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

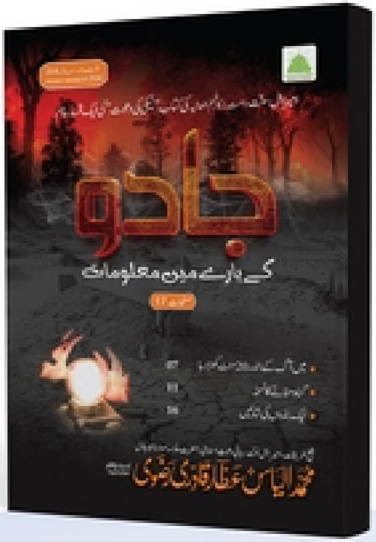

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net